সমকাল
13 JAN 2026

রপ্তানি প্রণোদনার হার অপরিবর্তিত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাকি ছয় মাসের জন্য রপ্তানি প্রণোদনার হার অপরিবর্তিত থাকছে। বিদ্যমান ৪৩ ধরনের পণ্যে এ সহায়তা দেওয়া হবে। গতকাল এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সব ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দুই ধাপে রপ্তানি প্রণোদনার হার কমানো হয়েছিল।

চলতি বছরের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হওয়ার কথা। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় থাকা কোনো দেশ নগদ সহায়তা দিতে পারে না। যে কারণে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতে প্রণোদনার হার কমানো হয়। চলতি অর্থবছরে আরও কমানোর কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তা অপরিবর্তিত রয়েছে। সেই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হতে আরও সময় চাওয়ার জোর দাবিও উঠেছে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা থাকছে দেড় শতাংশ। ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতে অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা শূন্য দশমিক ৫০ এবং নিট, ওভেন, সোয়েটারসহ তৈরি পোশাকের সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ অব্যাহত থাকছে। বস্ত্র খাতে নতুন পণ্য বা নতুন বাজার সম্প্রসারণ সুবিধা ২ শতাংশ এবং তৈরি পোশাকের বিশেষ নগদ সহায়তা শূন্য ৩ শতাংশ অপরিবর্তিত থাকছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, বৈচিত্র্যপূর্ণ পাটপণ্যে নগদ সহায়তা ১০, পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্যে ৫ এবং পাটের সুতায় নগদ সহায়তা ৩ শতাংশ থাকবে। চামড়াজাত দ্রব্যে ১০ এবং ফিনিশড ও ক্রাস্ট লেদারে ৬ শতাংশ। ওষুধের কাঁচামালে ৫, হালাল মাংসে ১০, হিমায়িত চিংড়িতে ৪ থেকে ৮ এবং অন্যান্য মাছে দেড় থেকে সাড়ে ৩ শতাংশ। কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য এবং আলু, হালকা প্রকৌশলে ১০ শতাংশ। এ ছাড়া মোটরসাইকেল, ফার্মাসিউটিক্যালস, রেজার ও রেজার ব্লেড, কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস, পেট বোতল ফ্লেক্স, জাহাজ, প্লাস্টিক দ্রব্য, হাতে তৈরি পণ্য, দেশে উৎপাদিত কাগজ, গার্মেন্টের ঝুট, গরু, মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি, শিং ও রগ, কাঁকড়া-কুঁচিয়াতে ৬ শতাংশ।

আগের মতোই ফার্নিচার, সিনথেটিক ও ফেব্রিক্সের মিশ্রণে তৈরি পাদুকা ও ব্যাগ, পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন ও জুট পার্টিকেল বোর্ড, শস্য ও শাকসবজির বীজ, আগর, আতরে ৮ শতাংশ নগদ সহায়তা থাকছে। এটি সফটওয়্যার, আইটিইএস ও হার্ডওয়্যারে ৬ শতাংশ এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ফ্রিল্যান্সারদের সফটওয়্যার ও আইটিএসে আড়াই শতাংশ। বিশেষায়িত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ভর্তুকি শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ। দেশে উৎপাদিত চা, এমএস স্টিলে ২ শতাংশ। চাল, বাইসাইকেল ও এর পার্টস, সিমেন্টে ৩ শতাংশ। কেমিক্যাল পণ্যে ৫ এবং টুপিতে ৭ শতাংশ নগদ সহায়তা বহাল থাকছে।

প্রথম আলো
1 3 JAN 2026

সেবা রপ্তানি এখনো কম, আয় বেড়েছে ৪ শতাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

বিদায়ী অর্থবছর সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় সরকারি বিভিন্ন সেবা ও পরিবহন সেবা থেকে এসেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশি পণ্যের পাশাপাশি সেবা রপ্তানি হয়। যদিও পণ্যের তুলনায় সেবা খাতের রপ্তানি আয় সামান্য—৬ ভাগের ১ ভাগ। আবার পণ্য রপ্তানির চেয়ে সেবা খাতের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধিও কম। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি প্রায় ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও সেবা রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ৪ শতাংশ।

বিদায়ী অর্থবছর সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় সরকারি বিভিন্ন সেবা ও পরিবহন সেবা থেকে এসেছে। এ ছাড়া ভ্রমণ, টেলিযোগাযোগ উপখাত থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি আয় এসেছে। তবে কিছু খাতে সেবা রপ্তানি কমেছে।

পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাত মিলিয়ে মোট রপ্তানি আয় এসেছে প্রায় ৫ হাজার ৪৭ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি আয় প্রায় ৪ হাজার ৩৫৬ কোটি ডলার। আর সেবা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৬৯১ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ। আর সেবা খাতের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ১ শতাংশ।

বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা থেকে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, সেটিকেই সেবা রপ্তানি আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন দেশীয় কোনো প্রযুক্তি কোম্পানি বিদেশি গ্রাহককে সফটওয়্যার বানিয়ে দিলে, ফ্রিল্যান্সিং খাত থেকে আয়, বিদেশি পর্যটকেরা বাংলাদেশে ভ্রমণ কিংবা কনটেইনার পরিবহন বা কার্গো সেবা থেকে আসা আয়কে সেবা রপ্তানি আয় হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, তিন বছর ধরে সেবা খাতের রপ্তানি উত্থানের মধ্যে রয়েছে। করোনার পর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪০ কোটি ডলার। পরের বছর সেটি সাড়ে ৬ শতাংশ কমে ৬৬৪ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। বিদায়ী বছর সেবা রপ্তানি আবার বাড়ে।

কোন খাতে কত আয়

বাংলাদেশের ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত অর্থবছরে সেবা খাতে সরকারি বিভিন্ন সেবার বিপরীতে সবচেয়ে বেশি ১৫৬ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে। এই রপ্তানি এর আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কম। এ ছাড়া গত অর্থবছরে সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে পরিবহন আয়ে। রপ্তানি আয় হয়েছে ১৪৩ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৪৪ শতাংশ।

এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি সেবায় রপ্তানি আয় হয়েছে ৭৪ কোটি ডলার, উৎপাদনসংশ্লিষ্ট সেবায় ৭২ কোটি, ভ্রমণে ৪৫ কোটি ও মার্চেন্ডাইজিং সেবায় ৯৮ লাখ ডলার রপ্তানি আয় এসেছে। গত অর্থবছর তথ্যপ্রযুক্তি সেবায় প্রায় ১০ শতাংশ, উৎপাদনসংশ্লিষ্ট সেবায় ২৭ শতাংশ, ভ্রমণে দেড় শতাংশ, মার্চেন্ডাইজিংয়ে ১৬ শতাংশ এবং বিমা সেবা খাতে প্রায় ২৪ শতাংশ রপ্তানি আয় বেড়েছে।

আয় কমেছে যেসব সেবায়

কয়েকটি সেবা রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রবণতা রয়েছে। গত অর্থবছরে নির্মাণ সেবায় আয় হয়েছিল ৩৩ কোটি ডলার। এই আয় তার আগের বছরের তুলনায় ৪৮ শতাংশ কম। এ ছাড়া বন্দরভিত্তিক পণ্য পরিবহন ও সংগ্রহ সেবা থেকে রপ্তানি আয় হয়েছিল ১৫ কোটি ডলার। এই রপ্তানি এর আগের বছরের তুলনায় ৩৯ শতাংশ কম।

রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সেবার আয় কমেছে ৩৭ শতাংশ। এ ছাড়া আর্থিক সেবা খাতে (বিমা ছাড়া) আয় কমেছে ৭ শতাংশের বেশি। মেধাসম্পদ বিক্রি বা ব্যবহার থেকে যে আয় পাওয়া যায়, সেটিও গত অর্থবছরে কমেছে ১১ শতাংশ।

> “নীতিগতভাবে সেবা খাতে রপ্তানি বাড়ানোর কথা থাকলেও বাস্তবে এটি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি সেবা খাত সম্প্রসারণে যে ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন, সেদিকেও পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হয়নি।
>
> মাসরুর রিয়াজ, চেয়ারম্যান, পলিসি এক্সচেঞ্জ

আয় আসায় শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

পণ্য রপ্তানির মতো সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সর্বচেয়ে বড় অংশীদার। বাংলাদেশের মোট সেবা রপ্তানি আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। গত অর্থবছর দেশটিতে বিভিন্ন সেবা রপ্তানি করে ১০২ কোটি ডলার আয় করে বাংলাদেশ। এ ছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হংকং থেকে ৭১ কোটি ও তৃতীয় সর্বোচ্চ সিঙ্গাপুর থেকে ৫৯ কোটি ডলার আয় হয়। এর বাইরে চীন, ভারত, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে সেবা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রপ্তানি আয়ে পণ্য খাতের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি করতে সেবা রপ্তানি খাতের সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতের অবদান আরও বাড়ানো সম্ভব।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা এখন অত্যন্ত জরুরি হলেও আলোচনাটি প্রায়ই পণ্য খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তৈরি পোশাক খাতের বাইরে ওষুধ বা কৃষি-প্রক্রিয়াজাতের মতো খাত নিয়ে ভাবা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সেবা খাতকে এখনো যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

মাসরুর রিয়াজ বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে পণ্য বাণিজ্যের চেয়েও দ্রুত। বিশেষ করে ডিজিটাল অর্থনীতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেবা রপ্তানি, বিশেষত ডিজিটাল সেবার রপ্তানি আগামী দিনে বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান মূল্য সংযোজনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য সেবা খাতের রপ্তানি একটি বড় সুযোগ তৈরি করতে পারে।

মাসরুর রিয়াজ জানান, এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মতো প্রস্তুতি ও কৌশলগত মনোযোগ বাংলাদেশে এখনো খুবই সীমিত। নীতিগতভাবে সেবা খাতে রপ্তানি বাড়ানোর কথা থাকলেও বাস্তবে এটি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি সেবা খাত সম্প্রসারণে যে ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন, সেদিকেও পর্যাপ্ত নজর দেওয়া হয়নি।

The Financial Express

13 JAN 2026

Yarn import decision draws near after delay

FE REPORT

BTC set to submit recommendations today amid sharp divide between spinners and apparel exporters

After more than five months of deliberations, the Bangladesh Tariff Commission (BTC) is yet to reach a final decision on the contentious yarn-import issue, though a report is now expected within days.

Sources said the commission is likely to recommend excluding 10-30 count yarn from duty-free imports under the bonded warehouse facility, a move closely watched by both spinners and apparel exporters.

The prolonged delay reflects deep divisions within the industry, with domestic spinners seeking stronger protection against imports, while exporters warn that any restrictive measures could undermine Bangladesh's competitiveness in global apparel markets and disrupt buyer-nominated supply chains.

Officials said the delay has been caused by stark differences between spinners and apparel exporters.

Local spinners have strongly demanded the imposition of a 20 per cent safeguard duty on yarn imports to protect domestic spinning mills.

Apparel exporters, however, have warned that such measures would raise production costs and could prompt international buyers to shift orders to competing countries.

Exporters also noted that several buyers have nominated Indian spinners as yarn suppliers due to their lower production costs, raising concerns that restrictions on yarn imports could disrupt supply chains and weaken export competitiveness.

A senior official of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), however, said excluding a limited number of yarn categories from duty-free imports would not significantly benefit local spinners.

Sources at the BTC said six meetings have been held with stakeholders, including spinners and apparel exporters, since September last year.

Four of those meetings were chaired by former chairman Dr Moinul Khan, while the matter is now under review by Acting Chairman Md Abdul Gafur.

Speaking on condition of anonymity, a commission official said the recommendations are expected to be submitted by today (Tuesday), taking into account the interests of both spinners and apparel exporters.

The Financial Express was unable to reach the acting chairman for comment.

A senior official of a leading textile group said the spinning sector is facing severe challenges as orders continue to decline.

He attributed the downturn to month-on-month negative growth in apparel exports over the past five months, a trend he said could persist for another three to four months.

He also noted that apparel orders typically fall by 25-30 per cent during election periods. In addition, Indian spinners are selling yarn below production costs due to government subsidies, which he said is hurting Bangladesh's textile industry.

The official further pointed out that the recent hike in gas prices has significantly eroded the competitiveness of local spinners and urged the government to provide gas subsidies to help them survive in the export-oriented market.

Meanwhile, apparel exporters have proposed restoring the earlier 4.0 per cent cash incentive for using local yarn, which has since been reduced to 1.5 per cent, to support domestic mills.

BKMEA Executive President Fazlee Shamim Ehsan said imposing safeguard duties or excluding yarn from the bonded warehouse facility would raise production costs and hurt apparel exports by forcing manufacturers to buy higher-priced local yarn.

"Imposing a safeguard duty is not an effective way to encourage the use of costlier local yarn. Some buyers have already expressed concerns over such moves," he said.

Mr Ehsan also said exclusion from bonded facilities would negatively affect apparel exports, adding that Bangladesh's duty drawback process remains complicated and costly due to various miscellaneous charges.

He noted that there is a 30-50 cent production cost gap between Indian and Bangladeshi yarn and urged the government to consider alternative incentive measures rather than tariffs.

newsmanjasi@gmail.com

The Business Standard

13 JAN 2026

Economic partnership with Japan – how it will benefit Bangladesh

TRADE – BANGLADESH

SHAIKH ABDULLAH

A commerce ministry report shows that under an Economic Partnership Agreement (EPA) with Japan, Bangladesh will initially benefit from duty-free access for a large number of products, but the balance will begin to shift in Japan's favour after six years.

Officials and experts acknowledge that there are revenue risks but also say phased duty reductions will limit the risks and give local industries time to strengthen.

> *Bangladesh's EPA with Japan could encourage other countries to engage similarly.*
>
> **MA RAZZAQUE**
> CHAIRMAN OF RAPID

> *Due to phased process, there is little risk of revenue loss or an oversupply of Japanese goods.*
>
> **MAHBUBUR RAHMAN**
> COMMERCE SECRETARY

They say the EPA will boost exports, attract investment, and support Bangladesh's development, while the agreement could also encourage other countries to pursue similar deals.

The commerce ministry report, a copy of which was obtained by The Business Standard, shows that when the agreement takes effect, 7,379 Bangladeshi products will receive duty-free access to the Japanese market, while 1,039 Japanese products will enjoy the same benefit in Bangladesh.

Although these figures initially favour Bangladesh,

The Business Standard

13 JAN 2026

a further 2,702 Japanese products will gradually receive duty-free access to the Bangladeshi market within the next six to eight years.

At one stage, a total of 9,354 Japanese products will enter Bangladesh without tariffs, while 7,436 Bangladeshi products will enjoy duty-free access to the Japanese market.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman said because duty reductions for various sectors are being phased in, it will take time for all Japanese products to gain tariff-free access.

"As a result, there is little risk of revenue loss or an oversupply of Japanese goods. By then, Bangladesh will have reached a competitive position in many sectors," he added.

He noted that Bangladesh must gradually adopt a lower import duty structure as most developed countries are reducing tariffs, leaving the country no alternative but to follow suit.

Mahbubur confirmed that the agreement will be signed on 6 February, with him and Commerce Adviser Sk Bashir Uddin expected to attend the signing ceremony in Tokyo.

However, a senior commerce ministry official, speaking on condition of anonymity, said there was uncertainty over signing the deal just five days before the national election.

$248.34m revenue loss

The ministry report also estimates that Bangladesh could lose about $248.34 million a year in revenue if customs, supplementary, and regulatory duties on Japanese products were withdrawn.

At the same time, it warns that exports to Japan could fall by $250 million to $300 million after LDC graduation if an EPA is not signed and Bangladeshi goods face regular tariffs.

Most of the 1,039 Japanese products set to receive zero-duty access at the initial stage already enter Bangladesh at zero or 1% duty.

Good opportunity for RMG

At present, garments exported to Japan must meet double-stage transformation rules of origin, meaning at least two production stages must be completed in Bangladesh.

The report said once the EPA takes effect, Bangladeshi garments will be able to enter Japan from day one under single-stage transformation rules, requiring only one production stage in Bangladesh.

Leather, agriculture, services

The report notes that 206 leather and leather goods products could later gain duty-free access to the Japanese market through further negotiations. However, the leather sector is considered highly sensitive by Japan and is not included in any of its free trade agreements or EPAs.

Most of Bangladesh's 1,259 agricultural products will not receive zero-duty access to Japan immediately after the deal is signed.

Under the WTO's sectoral classification, there are 155 service sectors. Under the EPA, Bangladesh will gain duty-free access for 120 service sectors in Japan, while Japan will receive the same benefit for 97 service sectors in Bangladesh.

Passenger cars

In the case of Japan's CKD (completely knocked-down) passenger cars, tariffs will be reduced gradually over 12 years before eventually allowing duty-free entry into the Bangladeshi market.

A senior commerce ministry official, speaking on condition of anonymity, said Japan had strongly pushed for immediate duty-free access for its cars, as Bangladesh is a major market for Japanese vehicles.

However, Bangladesh has not agreed to the proposal due to revenue concerns. Instead, Dhaka has offered Japan extended MFN status for vehicle exports, meaning that if Bangladesh grants duty-free access to cars from any other country, Japanese cars will automatically receive the same benefit, the official added.

What experts say

Mostafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue, said the deal should not be judged solely on goods trade; services, investment, technology, and other factors are equally important.

"Although Japan will grant immediate zero-duty access for 7,379 Bangladeshi products, only a few are currently exported. To benefit fully, Bangladesh must boost supply capacity, diversify exports, and strengthen competitiveness," he said.

He explained, "No Bangladeshi sectors face direct competition from imports from Japan. On the contrary, products currently imported under tariffs from other markets could, in future, enter duty-free from Japan, benefiting consumers."

Mostafizur also stressed focusing on services exports, including training nurses and medical technicians to meet Japan's demand for skilled workers.

MA Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), told TBS that the EPA with Japan has several positive aspects.

"Bangladesh exports the most RMG to Japan, so even after LDC graduation, these products will enter Japan duty-free. Without an EPA, Bangladeshi garments would face a 10% tariff after graduation," he said.

He added that Japan is a developed country and a globally recognised negotiator. "Bangladesh's EPA with Japan could encourage other countries to engage similarly."

However, Razzaque cautioned about risks, noting that revenue loss is the main concern.

"The more Japanese products enter Bangladesh duty-free, the higher the risk to revenue. Local industries must also be strengthened. Moreover, if the agreement is not properly implemented, it could send a negative signal internationally," he added.

Former Tariff Commission member Mostafa Abid Khan said signing an EPA with Japan was a positive development, but it was too early to say how much Bangladesh's export sector would ultimately benefit.

"Japanese imports would not hurt Bangladesh if tariff policies for other countries were properly aligned," he told TBS.

Government sees opportunity

The government believes the Japan deal will create new opportunities for trade, investment, and employment. It also hopes the agreement will reduce dependence on the European Union and the United States, while positioning Japan as a major export market.

Japan has notified the WTO that it will extend GSP benefits to LDCs and graduating countries until 2029.

Currently, 98.7% of Bangladeshi products enjoy duty-free and quota-free access to the Japanese market, and Japan is one of Bangladesh's key export destinations.

According to commerce ministry data, Bangladesh exported $1.4 billion worth of goods to Japan in FY25, while importing $1.8 billion in the same year.

The EPA was launched under the ousted Awami League. Negotiations began in Dhaka on 19 May 2024 but stalled after the 5 August political change. The interim government revived talks in November 2024, setting a one-year signing target. Seven rounds of meetings preceded the commerce ministry's announcement of the deal signing.